ইউনিট ৩

ইবাদত

ভূমিকা

মহাবিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত মানে অনুগত হওয়া, অবনত হওয়া, উপাসনা করা, দাসত্ব করা, দীনি বিধানাবলি মেনে চলা। দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার নাম ইবাদত। তেমনিভাবে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেখানো পথ অনুযায়ী জীবন যাপন করাও ইবাদত। আমাদের কাজ হলো আল্লাহর ইবাদত করা ও আনুগত্য করা। ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয়। ইবাদতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে পারবো। মুসলিম হতে পারবো। দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জন করতে পারবো। এই ইউনিটে এসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১০ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১ : ইবাদত
পাঠ-২ : সালাত
পাঠ-৩ : সাওম
পাঠ-৪ : যাকাত
পাঠ-৫ : হজ্জ
পাঠ-৬ : মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক
পাঠ-৭ : ইল্‌ম (জ্ঞান)
পাঠ-৮ : শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক
পাঠ-৯ : জিহাদ
পাঠ-১০: জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ।

পাঠ-১ : ইবাদত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইবাদত-এর পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইবাদত-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	ইবাদত, বন্দেগি, জিন, ইনসান, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আশরাফুল মাখলুকাত, স্রষ্টা, সালাত।

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ– অনুগত হওয়া, অবনত হওয়া, ইবাদত, বন্দেগি, দাসত্ব, দীনি বিধানাবলি মেনে চলা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা ও তাঁর দাসত্ব করাই ইবাদত।

এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছু লালন-পালন করেন। এতে তাঁর কোন শরিক নেই। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ সব কিছুর মালিক ও প্রভু। আর সৃষ্টি হলো তাঁর দাস। একজন দাসের কাজ হলো মনিবের আদেশ অনুযায়ী সব কিছু করা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না করা। আল্লাহর দাসত্বের সারকথা এটাই। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বসবাস ও সহজভাবে জীবন-যাপন করার জন্য অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা এবং তাঁরই ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সুরা আয-যারিয়াত ৫১: ৫৬)

মানব জাতির ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাঁর নিকট সকল প্রকার আনুগত্য প্রকাশ করা। যে ইবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য হবে না, তা ইবাদত নয়।

ইবাদতের নিয়ম শিক্ষাদানের জন্য অর্থাৎ কিভাবে ইবাদত করলে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় সে বিষয়গুলোর বাস্তব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলগণের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে বলেন-

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

"(হে নবি!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।" (সুরা আলে-ইমরান ৩:৩২)

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে স্বাধীনতা দান করেছেন। ইচ্ছা করলে সে ইবাদত করতেও পারে আবার নাফরমানিও করতে পারে। স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও নিজ ইচ্ছায় আল্লাহকে স্বীকার করে তাঁর ইবাদত করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। যেহেতু শুধু মানুষ ও জিন জাতিকেই এ স্বাধীনতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অতএব তারাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

এ বর্ণনা থেকে আমরা জানলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এর নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করার নাম ইবাদত। কাজেই যথাযথভাবে ইবাদাত করতে পারলেই আমরা আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে পারবো। তাঁর প্রকৃত বান্দা হতে পারবো।

ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হলো বিবেক, বুদ্ধি-জ্ঞান ও ইচ্ছার স্বাধীনতা। যদি মানুষ এই বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে মহান আল্লাহর ইবাদত করে। তাহলেই কেবল সে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত হবে। নতুবা সে সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীবে পরিগণিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা বোঝার চেষ্টা করে না। তাদের চোখ আছে তা দ্বারা দেখে না, তাদের কান আছে তা দ্বারা শুনে না। এরা পশুর ন্যায়। বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারা হলো অচেতন।" (সুরা আল-আরাফ ৭:১৭৯)

ইবাদত কেবল উপাসনাকেই বুঝায় না, মানুষের সকল কর্মই ইবাদত। যদি তারা তাদের কাজ কর্ম আল্লাহ ও রাসূলের (স.) নির্দেশনা অনুযায়ী করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"সালাত আদায় করার পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ব্যাপৃত হবে। আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সুরা আল-জুমুআ ৬২: ১০)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সালাত আদায়ের পর জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজকর্ম করাও ইবাদত। এমনিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রহমতের আশা করা, শাস্তির ভয় করা, ইখলাস (একনিষ্ঠতা), সবর (ধৈর্য), শোক্‌র (কৃতজ্ঞতা), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর-প্রতি ভরসা), পিতা-মাতার ন্যায় আদেশ মতো চলা, শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা ইত্যাদিও ইবাদতের মধ্যে গণ্য।

আমরা যদি আমাদের সকল কাজ আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স)-এর বিধানমতে করি তাহলে আমরা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে শান্তি লাভ করবো ।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত-এর পরিধি ব্যাপক। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাই ইবাদত। ইবাদতের মাধ্যমেই মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	• প্রত্যেক শিক্ষার্থী 'ইবাদত' সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে টিউটরকে দেখাবেন। • ইবাদত বিষয়ক দুটো আয়াত অর্থসহ আর্ট পেপারে লিখে টিউটরকে দেখাবেন এবং নিজের ঘরে টানিয়ে রাখবেন। • ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে একটি রচনা লিখে টিউটরকে দেখাবেন এবং সবাই মিলে এ বিষয়ে একটি আলোচনাচক্র করবেন। টিউটর এখানে সঞ্চালক থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল্লাহ মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

ক. কোন কারণ ছাড়া
খ. মানব সেবার জন্য
গ. ইবাদতের জন্য
ঘ. জ্ঞান চর্চার জন্য

২. ইবাদত হলো-

i. আল্লাহ তায়ালার দেখানো পথ
ii. মহানবি (স)-এর দেখানো পথ
iii. জ্ঞানী-গুণি ব্যক্তিদের দেখানো পথ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও ii

*** নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।**

৩. হেলাল সাহেব আযান হওয়ার পরপরই কেন মসজিদে চলে আসেন?

ক. আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য
খ. বিশ্রামের জন্য
গ. লোক-দেখানোর জন্য
ঘ. বিনোদনের জন্য

৪. তাঁর এ কাজটিকে ইসলামি পরিভাষায় কী বলা হয়?

ক. ইমান
খ. ইবাদত
গ. জ্ঞান
ঘ. আমল

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫. জনাব মুবারক একজন কৃষক। তিনি পরিশ্রমি, সৎ ও বিনয়ী। তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করেন। পাড়া-প্রতিবেশির সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন। কারো সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময় ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। তিনি এলাকাবাসীর জন্য মডেল।

ক. ইবাদত বলতে কী বুঝায়?
খ. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিয়ে লিখুন।
গ. জনাব মুবারক কেন এ কাজগুলো করেন? ব্যাখ্যা করেন।
ঘ. জনাব মুবারকের সৎ গুণাবলি উদ্দিপক-এর আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন: ১.গ, ২.ক ৩.ক ৪. খ।

পাঠ-২ : সালাত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সালাতের পরিচয় বলতে পারবেন;
- সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সালাতের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	সালাত, নামায, ইমান, কুফর, মিরাজ, জান্নাত, আনুগত্য, শৃঙ্খলা, স্তম্ভ, আত্মার পরিশুদ্ধি, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, নিয়মানুবর্তিতা, প্রশিক্ষণ।

সালাতের পরিচয়

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম সালাত। এটি দ্বিতীয় ভিত্তি। সালাত (صلوة)-এর আভিধানিক অর্থ দু'আ, রহমত, ইসতিগফার, প্রার্থনা ইত্যাদি। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নিয়মে ইবাদত করার নাম সালাত বা নামায। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করে, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করে তাই একে সালাত বলা হয়।

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَاِقَامِ الصَّلَاةِ، وَاِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ،

অনুবাদ : (হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন) ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

ইবাদতসমূহের মধ্যে সালাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনের বহু আয়াতে মানবজাতিকে সালাত কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন। সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব নিম্নের বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যায়।

ক. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

সালাতের মাধ্যম আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে।

খ. সালাত, ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী

সালাতের মাধ্যমে ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যে মুমিন সে সালাত আদায় করে। আর যে কাফির সে সালাত আদায় করে না। মহানবি (স.) বলেন–

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ

"বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায বর্জন করা।" (সহিহ মুসলিম)

গ. মুক্তির পথ

সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন। দুনিয়ার বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন। মহানবি (স.) বলেন "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য তা জ্যোতি, দলিল এবং নাজাতের অসিলা হবে।"

ঘ. জান্নাত লাভের উপায়

সালাত জান্নাতের চাবি। সালাতের চাবি ব্যবহার করে জান্নাতের দরজার তালা খুলতে হবে। সালাত আদায়কারী ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবেন।

মহানবি (স.) বলেন–

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ

"সালাত জান্নাতের চাবি।" (আহমাদ)

ঙ. ঈমানের বাস্তব প্রকাশ

সালাতের মাধ্যমে ইমানের বাস্তব প্রকাশ পায়। সালাত আদায় না করে কেউ প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। সালাত আদায় না করা কুফরি।

মহানবি (স.) বলেন–

اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো সালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দেয়, সে কুফরি করলো।" (আহমাদ, তিরমিযি)

চ. সর্বোত্তম নেক আমল

সালাত নেক আমলসমূহের অন্যতম। সালাত আদায়ের মাধ্যমে দীন হেফাজত হয়। আর সালাত ত্যাগ করায় ব্যক্তির দীন ধ্বংস হয়।

ছ. আত্মার পরিশুদ্ধি

সালাতের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, ঈমান মজবুত হয়। এর মাধ্যমে পার্থিব লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ইত্যাদি পাপ থেকে অন্তর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়।

সামাজিক গুরুত্ব

আদর্শ সমাজ গঠনে সালাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সালাতের সামাজিক গুরুত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

ক. ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রকাশ

জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রকাশ ঘটে। মসজিদে সমাজের কারও জন্য সংরক্ষিত আসন নেই। সবাই এক কাতারে দাঁড়ায়। ছোট-বড়, সাদা-কালো সবার মাঝে সালাত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করে। সকলের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

খ. সামাজিক সংহতি সৃষ্টি

জামায়াতের সাথে সালাত আদায়কালীন সময়ে মসজিদে পরস্পরের দেখা-সাক্ষাত হয়। পারস্পরিক খোঁজ-খবর নেওয়া যায়। এভাবে একে অপরের মধ্যে সামাজিক ঐক্য, পারস্পরিক ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

গ. আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ

ইমামকে অনুসরণ করার মাধ্যমে মানুষের মাঝে আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়। সকলে একজন ইমামের নেতৃত্বে একই নিয়মে সালাত আদায় করে। সালাতের মাধ্যমে মানুষের মাঝে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা তৈরি হয়।

ঘ. সময় ও নিয়মানুবর্তিতা

প্রত্যেক দিন একই সময়ে আযান, একই সময়ে সালাত এবং একই সময়ে ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতে হয়। ফলে মুসল্লিদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতার গুণ সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া মুসল্লিগণ একজন ইমামের পেছনে একই নিয়মে সালাতের সকল নিয়ম কানুন আদায় করার ফলে তাদের মাঝে নিয়মানুবর্তিতা তৈরি হয়। এভাবে সালাতের মাধ্যমে সামাজিক জীবনে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা পাওয়া যায়।

ঙ. নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রশিক্ষণ

জামায়াতে সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহভীরু, ইসলামি জ্ঞানে পারদর্শী, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করতে হয়। সমাজের নেতা নির্বাচনের জন্যও এমন বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিকেই বাছাই করতে হবে। সালাতে ইমামের অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে সমাজের নেতাকে মেনে চলার শিক্ষা লাভ হয়।

জামায়াতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সংহতি, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা এবং নেতার প্রতি আনুগত্য। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য সালাতের শিক্ষা খুবই কার্যকর।

সারসংক্ষেপ

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় বুনিয়াদ বা স্তম্ভ। ইমানের পরই সালাতের স্থান। প্রাপ্ত বয়স্ক মুমিন বান্দার জন্য প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। সালাত আদায় ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অনেক তাগিদ দিয়েছেন। সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব খুবই ব্যাপক। সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে আনুগত্য, ঐক্য, সাম্য ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আমরা নিয়মিত সঠিক নিয়মে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা পেতে পারি।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীগণ গ্রুপভিত্তিক সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বের উপর ১০টি করে বাক্য তৈরি করবেন এবং টিউটর মহোদয়কে দেখাবেন। তিনি ফিডব্যাক দেবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ কোনটি?

(ক) কালিমা (খ) সাওম
(গ) সালাত (ঘ) যাকাত

২. 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে"– কার বাণী?

(ক) আল্লাহর (গ) ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর
(খ) নবি (স.) (ঘ) মনীষীর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব হাফিজ একজন সবজি বিক্রেতা। তিনি সৎ ও পরিশ্রমি। ব্যস্ততার কারণে তিনি নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করতে পারেন না।

৩. হাফিজ সাহেব জামায়াতে সালাত আদায় না করাতে তার কোনো ধরনের ইবাদত ছুটে যায়?

(ক) সুন্নাত (খ) ফরয
(গ) ওয়াজিব (ঘ) মুস্তাহাব

৪. এমতাবস্থায় হাফিজ সাহেবের করণীয় কী?

(ক) পুনরায় সালাত আদায় করা
(খ) জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা
(গ) সময়মত সালাত আদায় করা
(ঘ) মসজিদে না গিয়ে একাকী সালাত আদায় করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আবুল কাসেম একজন কৃষক। তিনি সৎ, পরিশ্রমি ও পরোপকারী। তিনি জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করেন। প্রতিদিন কৃষি কাজ সেরে তিনি পাড়া প্রতিবেশির জন্য বাকী সময়টুকু ব্যয় করেন। একদিন গভীর রাতে একজন প্রতিবেশী শিশুর মারাত্মক ডায়রিয়া হয়। তিনি রাতেই শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যান। শিশুটিকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানোর ফলে আল্লাহর রহমতে শিশুটি সুস্থ হয়ে যায়।

(ক) সালাত বলতে কী বুঝায়?

(খ) 'মুমিনের সকল কর্ম ইবাদত হিসেবে গণ্য'–ব্যাখ্যা করুন।

(গ) শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর কাজটি কি ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে?

(ঘ) জনাব আবুল কাসেমের নিয়মিত জামায়াতে সালাত আদায় ও সামাজিক কাজগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

২। শাকের আবদুল্লাহ ও সাকিব আবদুল্লাহ দুই ভাই। শাকের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সাকিব পল্লী চিকিৎসক। তাঁরা সৎ চরিত্রের অধিকারি। মানুষের যে কোনো প্রয়োজনে তাঁরা এগিয়ে যান। দু'জনই নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করেন। সাকিব আবদুল্লাহ একদিন জোহরের সময় মসজিদে গিয়ে শুনতে পান, নিয়মিত মুসল্লি জনাব রমিজ উদ্দিনের ভীষণ জ্বর। নামায শেষে তিনি আরও কয়েকজন মুসল্লিসহ তার বাড়িতে যান এবং তাকে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দিয়ে আসেন। ফলে তিনি আল্লাহর রহমতে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন।

(ক) জামায়াতে সালাত আদায় করা কার নির্দেশ?

(খ) 'সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়'- ব্যাখ্যা করুন।

(গ) ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক সহানুভূতি তৈরিতে সাকিব কোন ধরনের ভূমিকা পালন করেন?

(ঘ) আদর্শ সমাজ গঠনে জামায়াতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন ।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১.গ ২.ক ৩.ক ৪.খ

পাঠ-৩ : সাওম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাওমের পরিচয় দিতে পারবেন।
- সাওমের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাওমের নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	সাওম, তাকওয়া, ঢাল, সম্প্রীতি, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, দান-সাদাকাত, সুবহে সাদিক।

পরিচয়:

'সাওম' (صَوْمٌ) আরবি শব্দ। সাওমকে ফার্সি ভাষায় রোযা বলা হয়। বাংলা ভাষায় 'রোযা' শব্দটি বেশি প্রচলিত। সাওম বা সিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে পানাহার এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোযা বলা হয়।

প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের উপর রমযানের এক মাস সাওম পালন করা ফরয। পূর্বের অন্যান্য নবি-রাসূলগণের উম্মতের উপর রোযা ফরয ছিলো।

মহান আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরয করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (সুরা আল-বাকারা ২:১৮৩)

এছাড়াও আমাদেরকে আরও রোযা পালন করতে হয়। যেমন- মানতের রোযা, আশুরার রোযা, ইয়াওমুল আরাফার রোযা এবং শাওয়াল মাসের ছয় রোযা।

সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব

সাওম ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সাওম অবশ্য পালনীয় দৈহিক ইবাদত। সাওমের মাধ্যমে মানুষ তাকওয়া অর্জন করে। আল্লাহভীতি বা তাকওয়া অর্জনের জন্য সাওমের তাৎপর্য অপরিসীম।

এখানে সাওমের ধর্মীয় গুরুত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হলো–

ক. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

রোযার প্রকৃত হাকিকত এবং তাৎপর্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন। হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা অন্যতম ইবাদত। কারণ রোযাতে কোনো ধরনের গর্ব অহংকার ও লৌকিকতার প্রকাশ হয় না।

খ. আল্লাহ স্বয়ং প্রতিদান

প্রত্যেক ইবাদতের জন্য আল্লাহ তায়ালা বিনিময় প্রদান করেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে সাওমের জন্য নিজ হাতে বিনিময় প্রদান করেন।

সাওম এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

"সাওম আমার জন্য। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।" (সহিহ বুখারি)

গ. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জন

রমযান মাসে আল্লাহর হুকুমে রোযা পালনের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়। আল্লাহর আদেশে দৈহিক ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জন করে।

ঘ. সাওম ঢাল স্বরূপ

সাওম মানুষকে কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা অর্থাৎ নফসের অন্যান্য চাহিদা থেকে ঢাল স্বরূপ বাঁচিয়ে রাখে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

'সাওম ঢাল স্বরূপ।" (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

ঙ. সাওম গুনাহ ক্ষমাকারী

প্রকৃত ইমান ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে রোযা পালন করলে, আল্লাহ তায়ালা রোযাদারের আগের সকল গুনাহ ও অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

"যে ব্যক্তি ইমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রোযা পালন করলো, তার আগের গোনাহ ক্ষমা করা হবে।" (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

সাওমের সামাজিক গুরুত্ব

সাওমের মাধ্যমে আমরা অনেক সামাজিক শিক্ষা লাভ করে থাকি। যেমন:

ক. সহমর্মিতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি হয়

সাওমের মাধ্যমে মানুষ ক্ষুধার্ত, অনাহারি ও অর্ধাহারি মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাস্তবভাবে অনুভব করতে পারে। এর মাধ্যমে রোযাদারের অন্তরে অভাবি অনাহারি ও অর্ধাহারি মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতি জাগ্রত করে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, 'এ মাস সহানুভূতির মাস।' (মিশকাত)

খ. সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে

সাওমের মাধ্যমে সকল মুসলমান আল্লাহর আদেশ একই নিয়মে পালন করে থাকে। এতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে এক কাতারে নিয়ে আসে। ধনী-গরিবের ভেদাভেদ কমে আসে। পরস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

গ. ভালো ব্যবহারে উৎসাহ দেয়

সাওম সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। মহানবি (স) বলেন–

"যে ব্যক্তি এ মাসে (রমযান) তার দাস-দাসীর কাজের চাপ কমিয়ে দেবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।" (বায়হাকী)

ঘ. দান-সাদকাতে উদ্বুদ্ধ করে

রমযান মাসে রাসূল (স.) অধিক দান-সাদকা করতেন। তিনি অন্যদেরকেও বেশি বেশি দান-সাদকা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (স.) লোকদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন। বিশেষত রমযানে তার দানশিলতা আরো বেড়ে যেত।" (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণে সাওমের ভূমিকা অপরিসীম। তা ছাড়া একজন রোযাদার হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রিকাতরতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

সারসংক্ষেপ

সাওম বা রোযা ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ। সাওমের উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা। সাওমের পুরস্কার আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে দিবেন। সাওম এর মাধ্যমে সমাজের ধনী-গরিবের বৈষম্য ও ভেদাভেদ দূরিভূত হয়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আদল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্য সাওম পালন করা ফরয।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ প্রত্যেকে সাওম বা রোযার সামাজিক শিক্ষার উপর ১০টি বাক্য লিখে স্টাডি সেন্টারের টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ কোনটি?
ক. সালাত　　খ. যাকাত
গ. সাওম　　ঘ. হজ্জ

২. হাশরের ভয়াবহ দিনে সাওম পালনকারীরা কোথায় থাকবে?
ক. হাউজে কাউসারের পাশে　　খ. আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে
গ. হাশরের ময়দান　　ঘ. বৃক্ষের নিচে

*** নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:**

নাসির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে মনে করে, রমযানের সাওম পালন করলে পানির পিপাসায় অসুস্থ হয়ে যাবে। তাই সে সাওম পালন করে না। এমতাবস্থায় সাওম পালন না করে নাসির আল্লাহ তায়ালার কোন বিধান লঙ্ঘন করে?

৩. ক. সুন্নাত　　খ. মুস্তাহাব
গ. ফরয　　ঘ. ওয়াজিব

৪. এমতাবস্থায় নাসিরের কী করা প্রয়োজন?
ক. সাওম পালন না করা　　খ. সাওম পালন করা
গ. বেশি বেশি পানি খাওয়া　　ঘ. যা খুশি তা করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব শামীম একটি বিস্কুটের কারখানার মালিক। তার কারখানায় ৮/১০ জন শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিকরা সকলে রমযান-এর সাওম পালন করে। শামীম সাহেব রমযান মাসে তাদের ডিউটি কমিয়ে দেন এবং তাদেরকে বেতনের অতিরিক্ত আরও কিছু পারিশ্রমিক প্রদান করেন।

ক. সাওম কোন ধরনের ইবাদত?

খ. সাওম-এর উদ্দেশ্য কী? বুঝিয়ে লিখুন।

গ. রমযানে শ্রমিকদের ডিউটি কমিয়ে দিয়ে শামীম সাহেব যে কাজটি করেন তার মাধ্যমে সমাজের মাঝে কী তৈরি হয়? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. শামীম সাহেবের কাজগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন: ১.গ, ২.খ, ৩.গ ৪.খ।

পাঠ-৪ : যাকাত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যাকাতের পরিচয় দিতে পারবেন;
- যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	যাকাত, নিসাব, সাহেবে নিসাব, সাদাকাহ, শতকরা আড়াই ভাগ, সেতু বন্ধন, দরিদ্রতা, সাম্য, আখিরাত, বিত্তবান।

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য, প্রাচুর্য ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত হলো, নিসাব পরিমাণ মালের মালিকানা একবছর পূর্ণ হলে গোটা মালের মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগ মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করা।

সমাজে ধনী-গরিবের মাঝে পার্থক্য কমিয়ে আনা, সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূর করা, অসচ্ছল ব্যক্তিদের সচ্ছল করা এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে যাকাত-এর ভূমিকা অপরিসীম। যাকাত মানুষের মাঝে একটি সেতুবন্ধন রচনা করে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন–

اَلزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ

"যাকাত ইসলামের (ভ্রাতৃত্ববন্ধনের) সেতু।" (সহিহ মুসলিম)

ক. যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব ও শিক্ষা

যাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম। যাকাত ফরয ইবাদত। আল-কুরআনের বহু আয়াতে সালাত ও যাকাতের কথা গুরুত্বের সাথে একত্রে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ

"তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও।" (সুরা বাকারা ২:১১০)

যাকাত ও সাদাকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন।" (সুরা তাওবা ৯:১০৩)

যে ব্যক্তি আখিরাত বিশ্বাসী, সে যাকাত দেয়। আর যে আখিরাতে বিশ্বাসী নয়, সে যাকাত দেয় না।
মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

"যারা যাকাত প্রদান করে না তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।" (সুরা হা-মীম আস্-সাজ্‌দা ৪১:৭)

বস্তুত ইসলামে ইবাদত হিসেবে সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো অবকাশ নেই। এ কারণে ইসলামে যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাকাত অস্বীকার করা মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করা।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতার কথা স্মরণ রেখে আমাদের মধ্যে যারা ধনী অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তাদের উচিত নিয়ম মেনে যাকাত প্রদান করা ।

খ. যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব ও শিক্ষা

যাকাত সমাজের বৈষম্য ও দরিদ্রতা দূর করে। মানুষের সামাজিক ও অর্থনেতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

"যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তিত না হয়।" (সুরা আল-হাশর ৫৯:৭)

যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্রতা, সামাজিক অবিচার, শ্রেণি-বৈষম্য ইত্যাদি দূর হয়। যদি ধনীরা আরো ধনী আর গরিবরা আরো গরিব হয়ে পড়ে তখন সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় সমাজে বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা মাথাচারা দিয়ে ওঠে।

সুতরাং সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যাকাত-এর বিকল্প নেই।

সারসংক্ষেপ:

যাকাত আর্থিক ইবাদত। সামর্থ্যবান সাহেবে নিসাব ব্যক্তিদের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধি হয়। যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন। এর মাধ্যমে ধনী-গরিবের বৈষম্য কমে আসে। দরিদ্রতা কমে যায় এবং সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত প্রদান করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্বের উপর ১০টি এবং অন্যদল সামাজিক গুরুত্বের উপর ১০টি বাক্য লিখে টিউটরকে দেখাবেন। তিনি ফিডব্যাক দেবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামের সেতুবন্ধন কোনটি?

ক. সাওম　　খ. যাকাত
গ. ইমান　　ঘ. হজ্জ

২. তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও।'-এটি কার বাণী?

ক. আল্লাহর　　খ.রাসূলের (স.)
গ. ইমাম বুখারী (র.)-এর　　ঘ. ইমাম আবূ হানিফার (র.)

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন।

* জাকির হোসেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি প্রতি বছর রমযান মাসে তাঁর এলাকার গরীবদের মাঝে যাকাতের অর্থ বিতরণ করেন।

৩. জাকির সাহেব যাকাত প্রদান করে কার নির্দেশ পালন করেন?

ক. রাষ্ট্রের　　খ. পিতা-মাতার
গ. রাসূলের　　ঘ. আল্লাহ তায়ালার

৪. যাকাত অস্বীকার করা কোন ধরনের কাজ?

ক. কুফরী　　খ. ভালো
গ. হারাম　　ঘ. হালাল

সৃজনশীল প্রশ্ন

রহিমা খাতুন একজন বিধবা নারী। তিনজন সন্তান নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দুঃখ কষ্টে দিন কাটান। তার গ্রামের ধনী ব্যক্তি আমজাদ সাহেব যাকাতের টাকা দিয়ে তাকে একটি গাভী কিনে দেন। গাভীর দুধ বিক্রি করে তিনি এখন সন্তানদের নিয়ে দু'বেলা খেয়ে পরে সুন্দরভাবে দিনযাপন করছেন।

ক. যাকাত কী?
খ. যাকাতের উদ্দেশ্য কী? বুঝিয়ে লিখুন।
গ. দরিদ্রতা দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আমজাদ সাহেবের কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৫ : হজ্জ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হজ্জ-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- হজ্জ-এর ফরয ও ওয়াজিবসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- হজ্জ-এর ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- হজ্জ-এর শিক্ষা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	হজ্জ, ইহরাম, জিলহজ্জ, বায়তুল্লাহ, যিয়ারত, আরাফাত, মিনা, মুজদালিফা, তাওয়াফ, উকূফ, রমী, সাঈ, সাফা-মারওয়া, কুরবানি, দম।

হজ্জ-এর পরিচয়:

হজ্জ حج আরবি শব্দ। এর অর্থ, ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত ও নির্ধারিত কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ্জ বলা হয়।

জিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত দিন বলতে ৮ যিলহাজ্জ থেকে ১২ যিলহাজ্জ পর্যন্ত দিনসমূহ। নির্ধারিত পদ্ধতি বলতে ইহরাম করে হজ্জের যে সকল নিয়মকানুন পালন করা বুঝায়। সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ বলতে আরাফাত, মিনা, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানকে বুঝায়।

হজ্জ ঐ সকল ব্যক্তির উপর ফরয. যাদের মক্কা শরীফে যাতায়াত ও হজ্জের কাজসমূহ পালন করার মতো আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

‘মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।” (সুরা আলে ইমরান ৩:৯৭)

সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয।

হজ্জের ফরয

হজ্জের ফরয ৩টি। যথা–

১. ইহরাম বাঁধা বা আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়্যত করা

২. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা (উকুফ)। জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত। ১০ জিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন দিন কাবা শরীফ তাওয়াফ করা।

এ তিনটি ফরযের একটিও যদি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে তার কাযা আদায় করা ফরয হয়ে যাবে।

৫.৪ হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

হজ্জের ওয়াজিব ৭টি। যথা–

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা অর্থাৎ মুযদালিফায় রাত যাপন করা।

২. সা'ঈ করা। অর্থাৎ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো। সাফা থেকে সাঈ আরম্ভ করা।

৩. রমী বা শয়তানকে কংকর মারা। ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্জ পর্যায়ক্রমে মিনায় শয়তানের প্রতিকী তিনটি নির্ধারিত স্থানে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করা।

৪. কুরবানি করা। ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্জ যে কোন দিন কুরবানি করা যায়।

৫. মাথা কামানো বা চুল কেটে ছোট করা। কুরবানির পরে ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মাথার চুল ছাটা বা পুরোটা কামাতে হয়। তবে পুরুষদের মাথা মুন্ডন করা উত্তম।

৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা। এটি মক্কার বাইরের হাজীদের জন্য ওয়াজিব।

৭. দম দেওয়া। স্বেচ্ছায় অথবা ভুলে হজ্জের কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে তার কাফফারা হিসেবে একটি অতিরিক্ত কুরবানি দেওয়া।

এ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ের।

হজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ। হজ্জ ফরয ইবাদত। শারীরিক ও আর্থিভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। হাদিসে হজ্জের গুরুত্ব বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

মহানবি (স.) বলেন–

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ

"কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।" (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলূল্লাহ (স.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো, হজ্জের সময় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকলো এবং গুনাহের কাজ করলো না, সে মাতৃগর্ভ থেকে নবজাত শিশুর মতো নিস্পাপ হয়ে ফিরবে।" (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে আমরা হজ্জের অপরিসীম গুরুত্বের কথা জানতে পারি।

হজ্জের সামাজিক গুরুত্ব

সুন্দর ও শান্তিময় বিশ্ব সমাজ গঠনে হজ্জের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। হজ্জ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। হজ্জের সময় বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে নানা জাতি, বর্ণ ও ভাষার মুসলমানগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় একই উদ্দেশ্যে একই স্থানে সমবেত হন। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে একই ধরনের পোশাক পরে এক কাতারে শামিল হন। ফলে হজ্জে আগত মুসলমানগণের একে অপরের মাঝে তৈরি হয় বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সাম্য ও সহানুভূতি। এর ফলে তৈরি হয় এক অনাবিল পরিবেশ ও একটি সুন্দর সমাজ।

হজ্জের শিক্ষা ও তাৎপর্য

ক. ঐক্যের শিক্ষা

সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানগণ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠে।

খ. ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা

এই লক্ষ্য ও একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হজ্জের জন্য বিশ্বের মুসলমানগণ আরাফাত ময়দানের বিশ্ব সম্মেলনে জমায়েত হয়। সেলাই বিহীন একই রকমের পোশাক পরিধান করে এক কাতারে শামিল হন। এতে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ. সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধ

কঠিন শৃঙ্খলার মাধ্যমে হজ্জের নিয়ম কানুন পালন করতে হয়। নিজে হজ্জের বিধি বিধান পালন করতে হয় এবং অপরকে নিয়ম কানুন পালনে সহযোগিতা করতে হয়। এতে হজ্জের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হয়।

ঘ. সৌহার্দ্যবোধ জাগ্রত করে

বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বিনিময়ের ফলে হজ্জের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সৌহার্দ্যবোধ জাগ্রত করে।

ঙ. মিতব্যয়িতা ও সংযমের শিক্ষা দেয়

হজ্জ মানুষকে মিতব্যয়ী ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয়। কেবল দু'টি সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরা, খালি মাথায়-খালি পায়ে সরল-সহজ ধরনের চালচলনের মাঝে মিতব্যয়িতার শিক্ষা লাভ করা যায়।

অতএব সামর্থ্যবান মুসলিম ব্যক্তিদের উচিত ফরয হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ আদায় করা। আর হজ্জের শিক্ষা গ্রহণ করে ব্যক্তি ও সমাজকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করা।

সারসংক্ষেপ:

- হজ্জ ইসলামের বুনিয়াদ ও ফরয ইবাদাত।
- আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।
- হজ্জের ফরয ৩টি। হজ্জ বিশ্ব মুসলিমের আন্তর্জাতিক সম্মেলন।
- হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সম্প্রীতি, সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১. শিক্ষার্থীগণ! দলভিত্তিক হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ লিখবেন এবং একদল আরেক দলের সাথে আলোচনা করবেন। ২. হজ্জের ডকুমেন্টরি সিডি এনে দেখবেন। টিউটর মহোদয় শিক্ষার্থীদের তা বুঝিয়ে দেবেন।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. হজ্জের ওয়াজিব কয়টি?

ক. পাঁচটি　　খ. সাতটি

গ. নয়টি　　ঘ. দশটি

২. হজ্জের মাধ্যমে মানুষ–

i. নিস্পাপ হয়

ii. ইমানদার হয়

iii. ধনী হয়।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii

*** অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন।**

জনাব আহমদ কবির বাংলাদেশ থেকে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরিফ গমন করেন। হজ্জের সকল বিধি-বিধান পালন করলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি 'রমী' বা শয়তানকে কংকর মারতে পারেননি।

৩. জনাব আহমদ কবির কোন বিধানটি পালনে অপারগ হয়েছেন?

ক. সুন্নত
খ. ওাজিব
গ. মুস্তাহাব
ঘ. ফরয

৪. এমতাবস্থায় জনাব আহমদ কবিরের করণীয় কী?

ক. আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া
খ. পুনরায় হজ্জ করা
গ. তাওয়াফ করা
ঘ. দম দেওয়া।

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব জালাল উদ্দিন একজন চাকুরীজীবী। অবসর নেওয়ার পর পেনশনের টাকা দিয়ে তিনি হজ্জ পালনের জন্য মক্কা শরিফ গমন করেন। হজ্জ পালন শেষে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তার স্বভাব চরিত্রে দারুন পরিবর্তন হয়। এখন তিনি নিয়মিত নামায পড়েন ও মনোযোগ সহকারে অন্যান্য ইবাদত করেন। মিথ্যা কথা বলেন না, তবে তিনি সামাজিক কোনো কর্মকাণ্ডে অংশ নেন না এবং কারও বিপদ আপদে এগিয়ে আসেন না।

ক. হজ্জ কার উপর ফরয?
খ. হজ্জের তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
গ. জালাল সাহেবের আমলে আখলাকে কোন ধরনের পরিবর্তন এসেছে- ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. জালাল সাহেবের কর্মকাণ্ডগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১.খ ২. ক ৩.খ ৪. ঘ

পাঠ-৬ : মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মালিক ও শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মালিক, শ্রমিক, সুন্নাত, ঘাম পারিশ্রমিক, আমানত, ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও গুরুত্ব

শ্রম দিয়ে মানুষ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা করে। জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম। প্রত্যেক নবি-রাসূল ও মহামানবগণ দৈহিক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছেন। শ্রম নবিগণের সুন্নাত। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এ কারণে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত দাউদ (আ.) বর্ম তৈরি করতেন। হযরত আদম (আ) কৃষি কাজ করতেন। হযরত নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রীর কাজ করতেন। হযরত ইদরীস (আ) দর্জির কাজ করতেন। হযরত মূসা (আ) রাখালের কাজ করতেন। (মুসতাদরাকে হাকিম)

এ হাদিসের মাধ্যমে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

মানব জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা হয়, মালিক ও শ্রমিকের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সুতরাং মালিক-শ্রমিক এর সম্পর্ক সুনিবিড়।

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কীরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত; এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেন-

"তারা (অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কারও (দীনী) ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিলে সে যা খাবে, তাকে তা থেকে খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান করবে, তা থেকে পরিধান করতে দিবে। আর যে কাজ তার জন্য কষ্টকর ও সাধ্যাতিত তা করার জন্য তাকে বাধ্য করবে না। আর সেই কাজ যদি তার দ্বারাই সম্পন্ন করতে হয়, তবে সে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে।" (সহিহ বুখারি)

মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা হযরত আনাস (রা) এর জীবন থেকে লাভ করি। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দশ বছর যাবৎ খিদমত করেছি। তিনি আমার সম্পর্কে কখনো উহ্ শব্দ বলেননি এবং কখনো বলেননি, এটা করোনি কেন? এটা করেছো কেন? আমার বহু কাজ তিনি নিজ হাতে করে দিতেন।" (সহিহ বুখারি)

মোটকথা, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হবে ভাইয়ের মত। মালিক কর্তৃক শ্রমিকের উপর অর্পিত দায়িত্ব ভাই হিসাবে আঞ্জাম দিবে। আর মালিক থাকবে তার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়াবান ও দরদী। কথায় কথায় শ্রমিক ছাটাই করে তাদেরকে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দিবে না।

মালিকের অধিকার ও কর্তব্য

মালিক ও শ্রমিকের অধিকার-কর্তব্যের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ না হওয়ার কারণে দূরত্ব বাড়ছে মালিক এবং শ্রমিকের। বাড়ছে অসন্তোষ, শ্রমিক ছাটাই। এ সব বিষয় থেকে মুক্তি পেতে ইসলাম পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখানে তা তুলে ধরা হলো:

১. মালিকের প্রথম কর্তব্য হলো কর্মক্ষম, সুদক্ষ, শক্তিমান এবং আমানতদার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কাজে নিয়োজিত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।" (সুরা আল-কাসাস ২৮:২৬)

২. মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরি নির্ধারণ করে শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: 'মজুরের মজুরি নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন।" (বায়হাকি)

৩. শ্রমিক থেকে মালিক কি ধরনের কাজ নিতে চায়; তাও কাজে নিয়োগদানের পূর্বে আলোচনা করে নেওয়া কর্তব্য। কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য নিয়োগ করে তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। (হিদায়া)

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ শেষ করা মাত্রই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (স.) শ্রমিকের মজুরি সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করেন:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ

"শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

৫. শ্রমের ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে নেওয়া উচিত। চুক্তি মুতাবিক শ্রমিক থেকে কাজ উসূল করে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার মালিকের কাছে কাজের ব্যাপারে শ্রমিক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৬.৪ শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য

১. শ্রমিকের দায়িত্ব হচ্ছে চুক্তি মুতাবিক মালিকের দেওয়া যিম্মাদারী অত্যন্ত আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা।

২. যে কাজ যেভাবে করা উচিত সে কাজ সেভাবে আঞ্জাম দেওয়া শ্রমিকের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যখন কোন বান্দা কাজ করে তখন আল্লাহ চান, সে যেন সে কাজ যেভাবে করা দরকার ঠিক সেভাবেই আঞ্জাম দেয়।" (কানযুল উম্মাল, হায়সামি)

৩. শ্রমিক ন্যায্য মজুরি দিতে হবে। এটি তার অধিকার। কোন রূপ টালবাহানা করা যাবে না। তার প্রতি তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব চাপানো যাবে না।

৪. শ্রমিক সম্প্রদায় উৎপাদনে শরিক থাকলেও মুনাফায় তাদেরকে অংশিদার করা হয় না। তবে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় লাভের মধ্যেও তাদেরকে অংশিদার করার বিধান রয়েছে।

৫. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি শ্রমিকদেরও মৌলিক অধিকার। এই অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা মালিক বা সরকার পক্ষের উপর অপরিহার্য কর্তব্য।

৬. শ্রমিক সম্প্রদায় ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।

৭. কোন কারণে শ্রমিকের চাকরি চলে গেলে তার কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. বৃদ্ধ ও অসুস্থতার জন্য ভাতা লাভ শ্রমিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক যদি ইসলামি বিধান মুতাবিক পরিচালিত হয়, উভয় পক্ষ যদি নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, এবং তাঁদের পরস্পরের অধিকারসমূহ সুরক্ষিত হয়। তাহলে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সুন্দর থাকবে, কলকারখানায় স্থিতিশিলতা বিরাজ করবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দেশের উন্নয়ন হবে। তাই আমাদের উচিৎ ইসলামের শ্রমনীতি মেনে চলা।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ টিউটোরিয়াল ক্লাসে শ্রমিকের অধিকারের উপর ১০টি বাক্য তৈরি করবেন এবং তাদের বাড়িতে, দোকানে কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়, তা পরস্পর আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম। শ্রম নবিগণের সুন্নাত। ইসলাম শ্রমকে উৎসাহিত করেছে। ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করেছে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হবে ভ্রাতৃত্বের, মনির ভৃত্যের নয়। মালিক-শ্রমিকের প্রতি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করবে। ঘাম শুকানোর আগে শ্রমিকের মজুরি প্রদান করবে। অনুরূপভাবে শ্রমিকও তার দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ পালন করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. শ্রমিক নিয়োগ দেয়ার সময় মালিক শ্রমিকের কোন দিকটি দেখবেন?

ক. বংশ পরিচয় খ. অঞ্চল

গ. শক্তি সামর্থ্য ও বিশ্বস্ততা ঘ. শিক্ষাগত যোগ্যতা

২. মালিক ও শ্রমিক যদি ইসলামের আলোকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তবে–

i. শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হবে না

ii. শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে

iii. উৎপাদন ব্যাহত হবে।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i ও ii খ. i, ii ও i ii

গ. i ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

আমিন সাহেব একনজ শিল্পপতি। তাঁর শিল্প কারখানায় একশ বিশজন শ্রমিক কাজ করেন। সময়মতো তিনি শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করেন না বিধায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁর বন্ধু জসীম সাহেব তাঁকে সময়মতো শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধের কথা বলেন। বন্ধুর কথা মতো সে কাজ করলে শ্রমিক অসন্তোষ বন্ধ হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ক. শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) কী বলেছেন?

খ. 'শ্রম নবিগণের সুন্নাত'- ব্যাখ্যা করুন।

গ. আমিন সাহেবের কারখানায় কেন শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল? কীভাবে তিনি শ্রমিক অসন্তোষ দূর করেন?

ঘ. আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১.গ ২. ক

পাঠ-৭ : ইলম (জ্ঞান)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইলম (জ্ঞান)-এর পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইলমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইলমের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ইলম, ইকরা, দীনি ইলম, দুনিয়াবি ইলম, ফরযে আইন, ফরযে কিফায়া, কলম, আলাক।

পরিচয়

ইলম (علم) শব্দটি আরবি। এর অর্থ জ্ঞান, জানা, অবহিত হওয়া ইত্যাদি। ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানায়। ইলম বা জ্ঞান ছাড়া আল্লাহকে জানা, তাঁর রাসূল (আ) গণকে জানা, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানা পরকালকে জানা এ কথায় ইলম ছাড়া কোনো কিছুই জানা সম্ভব নয়। ইলম বা জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত মুমিন হওয়া ও সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম।

গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর নবুওয়াতের সূচনাতে সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন তা হলো ইলম বা (জ্ঞান) সম্পর্কিত।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ

“পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।” (সুরা আল-আলাক ৯৬:১-৫)

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে–

- আল্লাহ তায়ালার প্রথম নির্দেশ اقرأ পড়ো।
- ‘জমাট রক্তের’ মত সাধারণ বস্তু থেকে ‘মহিমান্বিত প্রতিপালক’- এর সান্নিধ্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞানসাধনাকে সেতুবন্ধন বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- কলম-এর সাহায্যে তিনি মানব জাতিকে জ্ঞানদান করেছেন।

আল-কুরআনে প্রথম অবতীর্ণ এই আয়াতগুলো থেকেই ইলমের গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

জ্ঞানার্জন ছাড়া প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হওয়া অসম্ভব। জ্ঞানী ও মূর্খ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?" (সুরা যুমার ৩৯:৯)

আরও বলেন,

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

"তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।" (সুরা আল-মুজাদালা ৫৮:১১)

মানবজাতির চরম উৎকর্ষ সাধনকারী জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জনকে ফরয ঘোষণা করেছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।' (সুনানে ইবন্ মাজাহ)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ইলম অর্জনকে সর্বোত্তম ইবাদাত বলে গণ্য করেছেন। তাই আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে জানার জন্য ইলম (জ্ঞান) অর্জনের বিকল্প নেই।

তাই ইলম (জ্ঞান) অর্জনের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম।

ইলমের প্রকারভেদ

ইলম (জ্ঞান) দু'প্রকার–

(ক) দীনি ইলম (দীন সম্পর্কিত জ্ঞান) ও (খ) দুনিয়াবি ইলম (পার্থিব জ্ঞান)

(ক) দ্বীনি ইলম বলতে সাধারণত ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন, কুরআন, হাদিস, আকাইদ, ফিক্হ, তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

দীনি ইলম অর্জন করা ফরয হলেও অন্যান্য বিষয়ের ইলম অর্জন এক পর্যায়ের ফরয নয়।

কতিপয় জ্ঞান অর্জন ফরযে আইন আর কতিপয় জ্ঞান অর্জন ফরযে কিফায়া।

ফরযে আইন

দীন সম্পর্কীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির ইলম অর্জন করা ফরযে আইন, যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এ পর্যায়ে ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা বিষয় শিক্ষা করা। নামায রোযাসহ অন্যান্য ফরয ওয়াজিব ইবাদত এবং হারাম ও হারাম মাকরূহসমূহ সম্পর্কে ইলম হাসিল করা ফরযে আইন।

ফরযে কিফায়া

যে সমস্ত ইলম জরুরি কিন্তু সকলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করা আবশ্যক নয়। সমাজের কতিপয় লোক তা অর্জন করলেই গোটা সমাজ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। এ প্রকার ইলম ফরযে কিফায়া পর্যায়ের। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, মু'আমালাত (লেনদেন) অসিয়ত ও ফারাইয বা উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা ইত্যাদি।

খ) দুনিয়াবি ইলম (পার্থিব জ্ঞান)

দুনিয়াবি ইলম বলতে সাধারণত দুনিয়ার উন্নয়নের জন্য যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তা-ই বোঝায়। যেমন– কলা, বিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থ, রসায়ন, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান।

বর্জনীয় বিষয়

জ্ঞান নামে কিছু কিছু বিষয় এমনও আছে যেগুলো মানুষের নীতি-নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর। অশ্লীল সাহিত্য কর্ম, অপসংস্কৃতি, যাদু-টোনা, ভবিষ্যদ্বাণী, কুটতর্ক ইত্যাদি এ পর্যায়ে পড়ে। এ ধরনের জ্ঞান বর্জন করতে হবে।

সারসংক্ষেপ:

ইলম (জ্ঞান) ছাড়া আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তাই ইসলামের প্রথম নির্দেশ (اقرا) পাঠ করো। জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আকাইদ (বিশ্বাস) ও ইবাদত বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন। আর পারস্পরিক লেনদেন ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ফরযে কিফায়া। পার্থিব উন্নয়নের জন্য এমন জ্ঞান অর্জন করা যাবে যা মানুষের জন্য কল্যাণকর পক্ষান্তরে যে জ্ঞান মানুষের জন্য ক্ষতি কর সে জ্ঞান অর্জন করা নিষিদ্ধ।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দীনি ইলম ও দুনিয়াবী ইলম বিষয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাসে ৫টি করে বাক্য লিখবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন শব্দ দিয়ে কুরআন নাযিল শুরু হয়?
   ক. বিসমিল্লাহ খ. ইকরা
   গ. আল-হামদুলিল্লাহ ঘ. ইয়াসিন

২. জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য-
   ক. ফরয খ. ওয়াজিব
   গ. সুন্নাত ঘ. নফল

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব তাজুল ইসলাম একজন নির্মাণ শ্রমিক। তিনি তার সন্তানদেরকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে তৈরি করতে চান। তাই তিনি তাঁর সন্তানদের কুরআন শিখার জন্য প্রতিদিন স্থানীয় মক্তবে পাঠান। সেখানে তারা সহিহভাবে কুরআন শেখার সাথে সাথে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করো। তাজুল ইসলামের বড় ছেলে ফুয়াদ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পড়ছে সে নিয়মিত সালাত আদায় করে এবং ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলে। সে কখনো মিথ্যা বলে না। তাজুল ইসলাম ও তার পরিবার গ্রামবাসীর জন্য আদর্শ।

ক. ইসলামের বুনিয়াদি জ্ঞানার্জন করা কী?
খ. 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয'- ব্যাখ্যা করুন।
গ. তাজুল সাহেবের সন্তানরা কেন সমাজের জন্য আদর্শ?
ঘ. তাজুল ইসলামের চিন্তা ও কর্ম-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন: ১.খ ২.ক

পাঠ-৮ : শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ইলম, আমল, মনোযোগ, শিষ্টাচার, সহপাঠী, সহমর্মিতা, সময়ানুবর্তিতা, উন্নতচরিত্র, মার্জিত, মানুষ গড়ার কারিগর।

শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

সাধারণত যারা স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তাদের শিক্ষার্থী বলা হয়। এর বাইরেও যারা কোন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকেন তারাও শিক্ষার্থী।

একজন শিক্ষার্থীর যে, গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা হলো:

১. নিয়মিত ক্লাসে থাকা ও পড়া-লেখা করা;
২. শিক্ষকের পাঠ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা;
৩. শিক্ষকগণের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা;
৪. শিক্ষকগণের সাথে সাক্ষাৎ হলে বিনয়ের সাথে সালাম দেওয়া এবং তাদের সাথে কুশল বিনিময় করা;
৫. জ্ঞানার্জনে একনিষ্ঠ হওয়া;
৬. শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল থাকা, যেমনটি থাকে রুগ্ন ব্যক্তি তার চিকিৎসকের প্রতি;
৭. শিক্ষকের প্রতি আচার-আচরণে পূর্ণ শিষ্টাচার রক্ষা করা;
৮. শিক্ষক ছাড়াও অন্যান্য বয়সে বড় ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা;
৯. শিক্ষকের বক্তব্য নোট করা এবং সহপাঠীদের সাথে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা করা;
১০. সহপাঠীদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো এবং সুন্দর আচরণ করা;
১১. ইলম (জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করা;
১২. শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা;
১৩. শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা;
১৪. সময়ানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা;
১৫. ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রাচীন নিদর্শনাবলি সম্বন্ধে সরাসরি জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষা সফর করা।
১৬. আত্মমর্যাদাশীল হওয়া;
১৭. খারাপ মানুষের সঙ্গ পরিহার করা এ সৎ মানুষের সংস্পর্শে থাকা;

১৮. শিক্ষার ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহিত করা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে চেষ্টা করা;

১৯. পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন না করা;

২০. তামাক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করা;

২১. দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়া।

শিক্ষকের গুণাবলীও বৈশিষ্ট্য

যিনি মানুষকে শিক্ষা দেন তাঁকে শিক্ষক বলা হয়। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ। তাই শিক্ষককে একই সাথে জ্ঞানবান ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারি হতে হয়। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) শিক্ষক ছিলেন। মানবতার মুক্তির জন্য যুগে যুগে যেসব নবি-রাসূল আগমন করেছেন- তাঁরা সকলেই শিক্ষক ছিলেন মানবতার কল্যাণে যে সকল মহামানব কাজ করেছেন তাঁরাও শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের পদ তাই বড়ই মর্যাদার। এ পদ নবি-রাসূলগণের পদ, মহামানবের পদ। কাজেই এ শিক্ষক পদের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। নিম্নে শিক্ষকের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষকগণ গভীর জ্ঞানের অধিকারি হবেন। বিশেষ করে যিনি যে বিষয়ে পড়ান সে বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান থাকবে।

২. উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারি হবেন।

৩. শিক্ষকের ভাষা সাবলীল, সহজ ও উচ্চারণ সুস্পষ্ট হবে, যাতে শিক্ষার্থীর মন আকৃষ্ট হয়।

৪. হাতে কলমে শিক্ষা দিবেন।

৫. কথা ও কাজে মিল রাখবেন।

৬. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য এ পেশায় মনোনিবেশ করবেন।

৭. মন্দস্বভাব, পাপাচার ও মিথ্যাচার হতে নিজেকে দূরে রাখবেন।

৮. সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞান রাখবেন।

৯. ধনী, গরিব, মেধাবী, কম মেধাবী সবার প্রতি সমান আচরণ করবেন।

১০. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শালীন, মার্জিত ও ব্যক্তিত্ব রক্ষাকারী পোশাক পরিধান করবেন।

১১. মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখবেন, সুস্থ মন ও দেহের অধিকারি হবেন। সংকীর্ণতা পরিহার করবেন।

১২. পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠদান করবেন।

১৩. শিক্ষার্থীদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।

১৪. শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে ভূমিকা রাখবেন।

১৫. হাসিমুখে ছাত্রদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবেন। সঠিক উত্তর জানা না থাকলে পরবর্তী ক্লাসে উত্তর দিবেন।

১৬. বিচক্ষণ হবেন। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনাগ্রহ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দেবেন।

১৭. তামাক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করবেন।

১৮. শিক্ষক তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কোনো কোনো সময় শিক্ষকের বক্তব্য শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্য প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করবেন।

১৯. শিক্ষার্থীদের অহেতুক ধমক দেবেন না। দরদি মন নিয়ে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন।

২০. শিক্ষিত জাতি গঠনে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্পর্ক

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষকের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। মর্যাদার দিক দিয়ে শিক্ষক ও পিতামাতার তুল্য। শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। পিতা মাতা সন্তানকে লালন পালন করে যেমন বড় করেন; তেমনি একজন শিক্ষক শিশুদেরকে জ্ঞান গরিমায় বড় করে তোলেন। শিক্ষার্থী শিক্ষকগণের নিকট থেকে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। পুত্র পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, তেমনি শিক্ষার্থী শিক্ষকের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়।

নবি-রাসূলগণ হলেন শিক্ষক আর তাঁদের উম্মতগণ হলেন তাঁদের ছাত্র।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষকের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। মর্যাদার দিক দিয়ে শিক্ষক ও পিতামাতার তুল্য। চতুর্থ খলীফা হযরত আলি (রা.) বলেন, যার কাছে আমি একটি শব্দও শিখেছি আমি তাঁর গোলাম। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করে দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে আযাদ করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে গোলাম বানিয়েও রাখতে পারেন।

অতএব শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক হবে সুন্দর, অকৃত্রিম ও স্থায়ী।

সারসংক্ষেপ

যিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন তাকে আমরা শিক্ষার্থী বলে জানি আর শিক্ষক বলতে বুঝি যিনি শিক্ষা দেন। একজন শিক্ষার্থীকে অনেক ভালো গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারি হতে হয়। যেমন– নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন প্রিয়, বিনয়, শিষ্টাচার, কঠোর পরিশ্রমী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। তেমনি শিক্ষককে হতে হয় এককথায় একজন আদর্শ ব্যক্তি যাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যায়।

শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো। পিতা যেমন তাঁর সকল শক্তি দিয়ে সন্তানকে বড় করে তোলেন। তেমনি শিক্ষকও একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞান গরিমায় বড় করে তোলেন। তাই আমাদের শিক্ষকগণকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তাদের প্রতি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীর গুণাবলির উপর একটি রচনা তৈরি করে টিউটর মহোদয়কে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সর্বাপেক্ষা সম্মানজক পেশা কোনটি?

ক. ব্যবসা　　খ. আইন পেশা

গ. চাকরি　　ঘ. শিক্ষকতা

২. শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব হলো-

i. লেখা পড়ার খরচ দেয়া

ii. সুশিক্ষা দান করা

iii. স্নেহ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii ও iii

গ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শাহীন ও সোহেল দুই বন্ধু স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শাহীন নিয়মিত স্কুলে যায়। শিক্ষকদের সাথে দেখা হলে সে সালাম দেয়। সহপাঠীদের সাথে হাসি-মুখে কথা বলে। শ্রেণি কক্ষে মনোযোগ সহকারে শিক্ষকদের বক্তব্য শুনে। বাড়ীর কাজ আদায় করে। পক্ষান্তরে সোহেল অত্যন্ত মেধাবী হলেও সে নিয়মিত স্কুলে যায় না। পড়াশুনায় অমনযোগী। এলাকার খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে। দশন শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষা ফুয়াদ প্রথম হয় কিন্তু সুমন আকৃৎকার্য হয়।

ক. একজন শিক্ষার্থীর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?
খ. আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলি উল্লেখ করুন।
গ. শাহীন নির্বাচনি পরীক্ষায় প্রথম ও সোহেল অকৃৎকার্য হওয়ার পেছনে কারণ কী?
ঘ. শাহীন ও সোহেল-এর বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. খ

পাঠ-৯ : জিহাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জিহাদের পরিচয় বলতে পারবেন;
- জিহাদের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন;
- জিহাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জিহাদ, মুজাহিদ, নফস, জান-মাল।

জিহাদের পরিচয় (جِهَادٌ)

'জিহাদ' (جِهَادٌ) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, ক্ষমতা, শক্তি ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায়–জান-মাল, আমল, ইলম, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টার নাম জিহাদ।

'জিহাদ' (جِهَادٌ) একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

"আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" (সুরা আল-হাজ্জ ২২:৭৮)

মানব জাতির ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর বিধি নিষেধ মেনে চলার সব ধরনের চেষ্টাই মূলত জিহাদ।

জিহাদের প্রকারভেদঃ

'জিহাদ' তিন প্রকার:

১. নিজের নফস বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা। রাসূলূল্লাহ (স) ইরশাদ করেন:

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللهِ

"প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।" (মিশকাত)

২. ইলমের সাহায্যে জিহাদ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ভাষা, যুক্তি ও লেখনির মাধ্যমে জিহাদ করা।

৩. ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। অর্থাৎ কেউ ইসলাম ও মুসলমানের উপর আঘাত করলে বা যুদ্ধ চালিয়ে দিল তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলো জিহাদ। এটি হলো জিহাদের সর্বশেষ ব্যবস্থা।

জিহাদের গুরুত্ব

একজন ইমানদার ব্যক্তির অন্যতম দায়িত্ব হলো জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি বিধান ও অনুশাসন মেনে চলা। অনুরূপভাবে দীন রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, মানবজাতিকে ইসলামের শান্তির ছায়ায় নিয়ে আসার কল্যাণময় মাধ্যম হল 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' (جِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)

জিহাদ ইসলামের শীর্ষ চূড়া। যে ব্যক্তি জিহাদ করলো না বা জিহাদের নিয়ত রাখলো না তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। জিহাদের ফযীলত অপরিসীম।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে! আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।" (সুরা সাফফ ৬১:১০-১২)

রাসূলূল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহর পথে একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা থেকে উত্তম।" (সহিহ বুখারি)

সারসংক্ষেপ

'জিহাদ' অর্থ, চেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম, কোন উদ্দেশ্য গঠনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পরিপালন ও দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নাম জিহাদ। জিহাদ ৩ প্রকার: ১. নফস বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ, ২. ইলমের সাহায্যে জিহাদ এবং ৩. ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ। জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। যারা জিহাদ করে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	'জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয়'- শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে টিউটর-এর সামনে কুরআন, হাদিস ও যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. জিহাদ অর্থ কী?
   ক. চেষ্টা-সাধনা
   খ. সন্ত্রাস
   গ. আদল
   ঘ. কায়িক পরিশ্রম

২. নজরুল একজন চাকুরীজীবি। তাঁর চাকুরিতে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ থাকলে ও সে ঘুষ খায় না। তার এ কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে-
   ক. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ
   খ. জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ
   গ. ইসলামের পক্ষে জিহাদ
   ঘ. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

শফিকুল সাহেব একজন রিকসা চালক। অভাব তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। একদিন সে দেখতে পায় তার রিকসায় একটি মোটা মানিব্যাগ পড়ে আছে। মানিব্যাগটিতে ২০টি ১০০০/- (এক হাজার) টাকার নোট। সে বাসায় গিয়ে তার স্ত্রীকে মানিব্যাগটি দেখায়। তার স্ত্রী বললো, আমরা গরীব লোক, সেহেতু টাকাগুলো আমরা রেখে দিতে পারি। কিন্তু শফিকুল সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বলে, এটি আমাদের জন্য বৈধ নয়। টাকাগুলো মালিককে ফেরত দিতে হবে। মানিব্যাগে প্রাপ্ত ঠিকানা অনুযায়ি শফিক সাহেব তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেন।

ক. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ কী?
খ. জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরুন।
গ. শফিক সাহেব টাকা ফেরৎ দিলেন কেন?
ঘ. শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন:

১.ক ২.ক

পাঠ-১০ : জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- 'জিহাদ' ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জিহাদ, সন্ত্রাসবাদ।

সন্ত্রাসবাদের পরিচয়

পূর্বের পাঠে আমরা 'জিহাদ' এর পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্ক জানতে পেরেছি। আমরা এ পাঠে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে জানবো।

সন্ত্রাসবাদ-এর আরবি প্রতিশব্দ ইরহাব (اِرْهَابٌ) এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ Terrorism। সন্ত্রাস হলো, কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা। অতিশয় শঙ্কা বা ভীতির সঞ্চার করা। আর সন্ত্রাসবাদ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান-নীতি (বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ১১১৩; পঞ্চদশ পুনমুদ্রণ: মাঘ ১৪১৮/জানুয়ারি ২০১২)।

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ-এর মধ্যে তুলনা

- 'জিহাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ, চেষ্টা প্রচেষ্টা, সাধনা, কষ্ট ইত্যাদি আর সন্ত্রাসবাদ অর্থ জনমনে শংকা, ভীতি সৃষ্টি ইত্যাদি।
- ইসলামের পরিভাষায় জানমাল, ইলম-আমল, লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে সমুন্নত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নাম জিহাদ। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদ হলো পার্থিব কোন স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও জানমালের ক্ষতির মাধ্যমে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও তাদের ক্ষতি সাধন করা।

ইসলামে মানুষের জানমাল ও ধনসম্পদ রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। অন্যায়ভাবে রক্তপাত ইসলাম নিষিদ্ধ। সুতরাং আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ইতিহাস জেনে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য করবো এবং খাঁটি মুসলিম হয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবো। জিহাদ রক্তপাত নয়, মানবতাকে শান্তির দিকনির্দেশনা দেয়। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বিনা রক্তপাতে 'মক্কা বিজয়' করেন।

কেউ যদি 'জিহাদ'-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য না জেনে জিহাদের নাম দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়, তা হলে তা জিহাদ নয়, তা সন্ত্রাসবাদ। আর সন্ত্রাসবাদ ইসলামে ঘৃণিত ও বর্জনীয়। তাই আমাদের জানতে হবে জিহাদ কী, সন্ত্রাস কী, জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ কখনো এক নয়। কেউ যদি ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়, তা হবে ইসলাম অবমাননার নামান্তর।

সার-সংক্ষেপ:

জিহাদ অর্থ: দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা। এ চেষ্টা প্রচেষ্টা বিভিন্ন মাধ্যমে হতে পারে। যেমন, বক্তৃতা, লেখালেখি, প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিকও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। জিহাদ ও সন্ত্রাস কখনো এক নয়। ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	'জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের উপর শিক্ষার্থীগণ টিউটোরিয়াল ক্লাসে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করবেন এবং এ বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সচেতন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. জিহাদের উদ্দেশ্য হলো-

i. মানবতার কল্যাণ
ii. যুলুমের অবসান
iii. কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব মুহসিন একজন ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক। একদিন তিনি শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীগণকে জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠদান করছিলেন। এ সময় একজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলেন, স্যার সন্ত্রাস কী? সন্ত্রাসের সাথে জিহাদের কি কোন সম্পর্ক আছে? শিক্ষক বললেন, জিহাদ ও সন্ত্রাস সম্পূর্ণ আলাদা। রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। জিহাদ হলো ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে আল্লাহর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সাধনার নাম। আর সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতা লাভের লিপ্সায় মানুষের মাঝে ভয়ভীতি ও শংকা তৈরি করা।

ক. সন্ত্রাস কী?
খ. সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি?
গ. শিক্ষকের বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত?
ঘ. জনাব মুহসিন সাহেবের বক্তব্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক